মুখবন্ধ

'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' সরকারের একটি অন্যতম প্রধান প্রকাশনা। প্রতি বছর বাজেট অধিবেশনে অন্যান্য বাজেট নথির সাথে সমীক্ষা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সমীক্ষায় মূলত সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনীতির খাতভিত্তিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। এছাড়া, সামষ্টিক অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক খাতের গুরুত্বপূর্ণ চলকসমূহের সময়ানুক্রমিক উপাত্ত (Time series data) এতে সন্নিবেশিত রয়েছে।

২. বিশ্ব অর্থনীতি কোভিড-১৯ অভিঘাত থেকে দৃঢ়ভাবে পুনরুদ্ধার করছিল কিন্তু ইউক্রেনের যুদ্ধ পুনরুদ্ধারের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি ২০২২ এবং ২০২৩-এর জন্য তাদের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস নিম্নমুখী করেছে। কোভিড-১৯ এর আগে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধারাবাহিকভাবে উচ্চ প্রবৃদ্ধি করে আসছিল। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে টানা তিন বছর ৭ শতাংশের উপরে প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.১৫ (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬) শতাংশে পৌঁছেছে। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই অব্যাহত অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। ২০১৯-২০ সালে বিশ্ব অর্থনীতি নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির সম্মুখীন হলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সফল কোভিড ব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩.৫১ শতাংশ ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি পূর্বের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯৪ শতাংশ। বিবিএসের সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে ৭.২৫ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় হবে ২,৮২৪ মার্কিন ডলার।

৩. কোভিড-১৯ মহামারির বিরূপ প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ১,৮৭,৬৭৯ কোটি টাকা মূল্যের ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি হচ্ছে ৬৬.২ শতাংশ। এই ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের ফলে এ পর্যন্ত প্রায় ৬ কোটি ৯১ লাখ ১২ হাজার মানুষ এবং প্রায় ১ লাখ ৫৯ হাজার প্রতিষ্ঠান সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

৪. কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবিলায় প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য বাজেটে অর্থের সংস্থান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য সংশোধিত বাজেটের বরাদ্দের পরিমাণ হল ৫,৯৩,৫০০ কোটি টাকা যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ১৮.৩২ শতাংশ বেশি। রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করে বাজেট ঘাটতি ৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সরকার সতর্ক রয়েছে। তবে কোভিড-১৯ মহামারির মোকাবিলায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকৃত বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪.৭ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ঘাটতি জিডিপির প্রায় ৫.১ শতাংশ হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। কর ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনতে আয়কর, মূল্য সংযোজন কর ও শুল্ক বিভাগকে আরও স্বয়ংক্রিয় ও ডিজিটালাইজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনলাইন আইটি ভিত্তিক মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, চলমান সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে আগামী বছরগুলোতে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে।

৫. চলতি অর্থবছরে রপ্তানি ও আমদানি উভয় ক্ষেত্রেই অসামান্য প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-মার্চের মধ্যে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি ৩২.৪৩ শতাংশ এবং আমদানি ৪২.২৪ শতাংশ বেড়েছে। বৈধ মাধ্যমে প্রবাস আয় প্রবাহ বাড়াতে সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনা চালু করেছে যা সম্প্রতি ২.৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। প্রণোদনার ফলে আমাদের রেমিট্যান্স প্রবাহতে গতি এসেছে। প্রণোদনার আগে তিন বছরের গড় মাসিক রেমিট্যান্স প্রবাহ ছিল ১,২০৫.২৪ মার্কিন ডলার যা প্রণোদনা প্রদানের পর ৫০০ মার্কিন ডলারের অধিক বেড়ে দাঁড়ায় গড় মাসিক ১,৭৬৮.৬৬ মার্কিন ডলার।

৬. সাধারণ মূল্য স্তরে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং কোভিড-১৯ মহামারি হতে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে সতর্কতামূলকভাবে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি থেকে উদ্ভূত আর্থিক সংকট মোকাবিলায় আর্থিক ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত তারল্য নিশ্চিত করার জন্য, নীতিগত সুদের হার এবং নগদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (CRR) একাধিকবার যৌক্তিক করা হয়েছে। তদুপরি, শিল্প, ব্যবসা এবং পরিষেবা খাতের জন্য একটি শিল্প ও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণের সুদের হার যৌক্তিক করা হয়েছে।

৭. সামাজিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা

২০১০-২১ সফলভাবে বাস্তবায়নের পর, সরকার ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য কৌশলগত নীতি হিসাবে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) প্রণয়ন করেছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫-২০) সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২৫) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন, ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক সুখী ও সমৃদ্ধ উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে ।

৮. সময়মতো সমীক্ষা প্রকাশ করার জন্য আমি অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের সকল কর্মকর্তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সাথে, আমি সমীক্ষা প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করা যায় যে, সমীক্ষাটি গবেষক, পেশাজীবী, পরিকল্পনাবিদ, ছাত্র, পাঠক এবং অন্যান্য অংশীজনের বৈশ্বিকসহ বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান এবং নিকট ভবিষ্যতের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করবে।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়